পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা

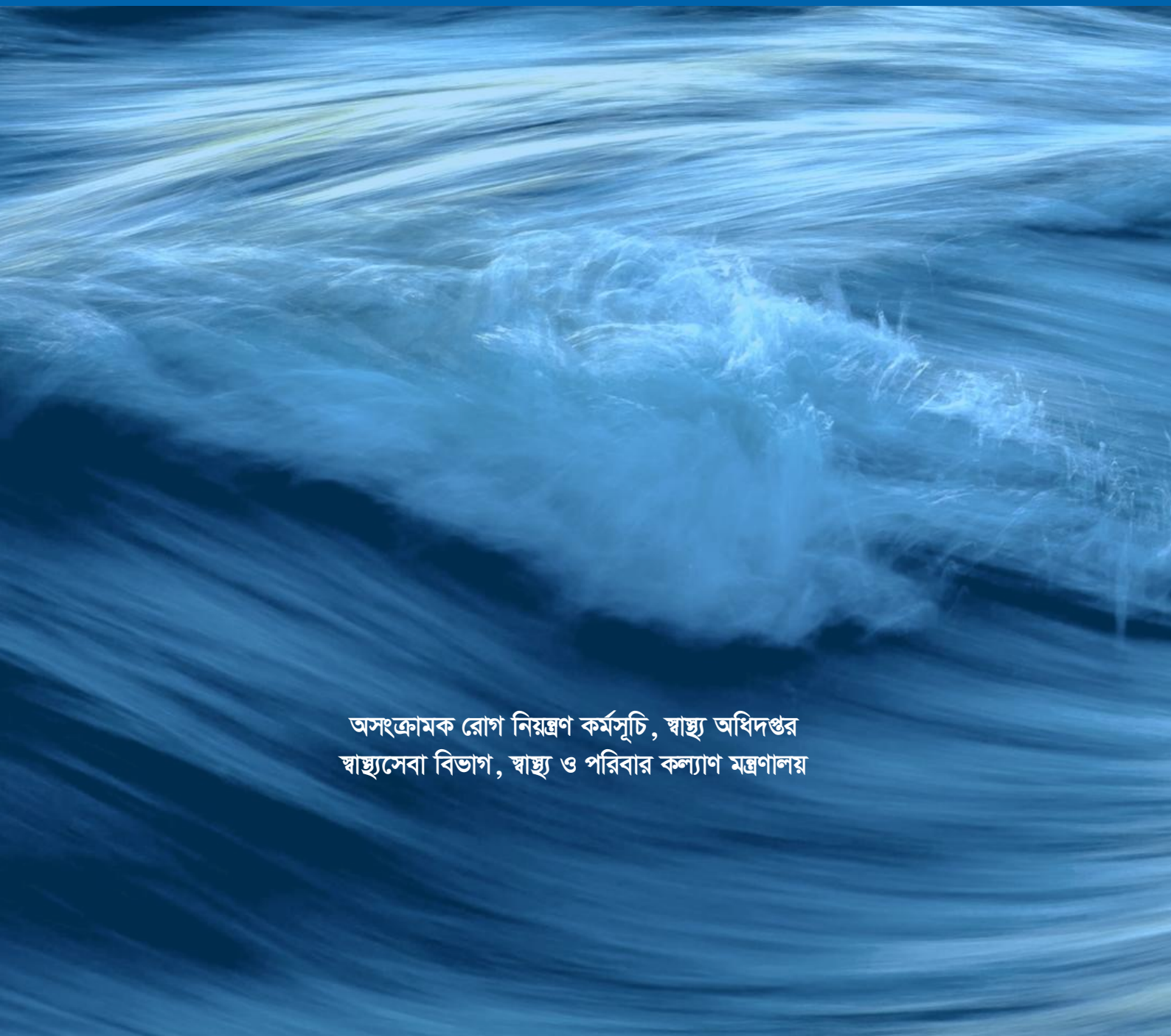

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশে পানিতে ডুবে মৃত্যু এবং অসুস্থতা হ্রাসের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা
২০২৫ - ২০৩০

জুন ২০২৫

অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বাণী ৩

সার সংক্ষেপ ৭

অধ্যায় ১ ভূমিকা ১০

১.১ পানিতে ডুবার সংজ্ঞা ১০

১.২ পানিতে ডুবার বৈশ্বিক পরিস্থিতি ১০

১.৩ বাংলাদেশে পানিতে ডুবা পরিস্থিতি ১০

১.৪ পানিতে ডুবা প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা ১১

১.৫ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পদক্ষেপ ১২

১.৬ পানিতে ডুবা প্রতিরোধ প্রেক্ষিত: শিশু উন্নয়ন ও সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা ১২

১.৭ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা এবংপানিতে ডুবা প্রতিরোধ: আন্তঃসম্পর্ক ১৩

অধ্যায় ২ পানিতে ডুবার তথ্য ও পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা ১৫

২.১ পানিতে ডুবার ঝুঁকিসমূহ ১৫

২.২ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা ১৬

২.৩ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ১৯

অধ্যায় ৩ বাংলাদেশে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ২০

৩.১ বাংলাদেশে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়নের যৌক্তিকতা ২০

৩.২ কর্মকৌশল প্রণয়নের পদ্ধতি ২০

৩.৩ কর্মকৌশলের অভীষ্ট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মূলনীতি ২১

৩.৪ কর্মকৌশলের উদ্দেশ্যের আলোকে কৌশলগত পন্থা ২১

৩.৫ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কৌশলগত পন্থাভিত্তিক কার্যক্রম ২৩

৩.৬ পানিতে ডুবা প্রতিরোধের কর্মপরিকল্পনা (জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০) ২৮

৩.৭ পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কর্মকৌশল বাস্তবায়নে অংশীজনদের কার্যপরিধি ৩৬

৩.৮ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশলের লক্ষ্যমাত্রা ৩৮

৩.৯ পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে বহুখাতভিত্তিক মূখ্য ও অন্যান্য সহযোগী অংশীজনদের সম্পৃক্ততায় প্রস্তাবিত সমন্বয় কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি ৩৯

নূরজাহান বেগম
উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Nurjahan Begum
Adviser
Ministry of Health & Family Welfare
Government of the People's
Republic of Bangladesh

বাণী

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (এনসিডিসি) এর উদ্যোগে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি জেনেছি যে, এই মহৎ কাজ সম্পাদনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, সংস্থা, এনজিও এবং দাতা সংস্থা আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলো। প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রদান করা হয়েছে, যা এই কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনাটিকে বাস্তবসম্মত এবং কার্যকরী হিসাবে প্রণয়ন করতে সহায়ক হয়েছে।

নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবার মতো অসংখ্য উন্মুক্ত জলাশয়ে পরিবেষ্টিত এই বাংলাদেশে পানিতে ডুবে মৃত্যু নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ হেল্‌থ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে ২০০৫, ২০১৬ ও ২০২৩- এর প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, অনুর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সের শিশুদের ইনজুরি জনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে পানিতে ডুবা। পানিতে ডুবে মৃত্যুর সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিতে রয়েছে অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুরা। অন্যদিকে পানিতে ডুবা থেকে জীবিত উদ্ধার হওয়ার পরেও অনেকে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। প্রতিরোধযোগ্য এই মৃত্যু এবং অসুস্থতা কমাতে জাতীয় পর্যায়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। সেই প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করেই পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। একই সাথে কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনায় চিহ্নিত সকল কার্যাবলীর ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে আহ্বান জানাই।

নূরজাহান বেগম

সচিব
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Secretary
Ministry of Health & Family Welfare
Government of the People's
Republic of Bangladesh

বাণী

পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং সময়োপযোগী একটি দিক নির্দেশনামূলক কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। কর্মকৌশলটির লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে আনা।

উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য বা কর্মপন্থাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন, সমাজভিত্তিক সচেতনতামূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, সংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। এছাড়া পানিতে ডুবা প্রতিরোধে গবেষণা ও সারভেইলান্সের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা, পানিতে ডুবা প্রতিরোধে মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কর্মকৌশলের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

কর্মকৌশল প্রণয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ছাড়াও সুদক্ষ সহযোগী হিসাবে সম্পৃক্ত ছিল সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়সমূহ। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নির্বাহী মন্ত্রণালয় হিসাবে কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় চিহ্নিত দায়-দায়িত্ব পালন করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ, মত-বিনিময় ও অংশগ্রহণ বজায় রাখবে। সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের সম্পৃক্ততায় একটি মনিটরিং সেল তৈরি করা হবে। আমরা ঐকান্তিকভাবে আশা করি কর্মকৌশলে উল্লেখিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি, বিভাগীয় সমন্বয় কমিটি, জেলা সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা সমন্বয় কমিটিসমূহ চিহ্নিত কার্যপরিধি মোতাবেক অর্পিত সকল দায়-দায়িত্ব যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে।

আমরা জানি বাংলাদেশে যে কেউ পানিতে ডুবে যাওয়ার মতো ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। তাই শিশুকাল থেকেই সাঁতার শেখা অপরিহার্য কর্তব্য। সাঁতার শিখন বিষয়ে অত্র কর্মকৌশলে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে যা প্রশংসার দাবীদার।

পরিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ সাইদুর রহমান

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবু জাফর
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য প্রমাণ করে, পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য। এক্ষত্রে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে - শিশু যত্ন কেন্দ্র, সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং পানি থেকে উদ্ধার কৌশল ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ। এক থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের পানিতে ডুবাসহ বিভিন্ন ইনজুরি থেকে সুরক্ষা ও মানসিক বিকাশে শিশু যত্ন কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় দেখা যায়, এই শিশু যত্ন কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি ৮০ শতাংশের অধিক কমে যায়। ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ৯৬ শতাংশ হ্রাস পায়। গবেষণায় আরও দেখা যায়, সাধারণ জনগণকে পানি থেকে উদ্ধার কৌশল ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা প্রয়োজনীয় সময়ে এই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

বিভিন্ন পরিসংখ্যানে আমরা আরো দেখেছি যে, সমুদ্রের পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে বেশির ভাগই পর্যটক। সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করছেন তাদের অধিকাংশেরই বয়স ১০ থেকে ২৯ বছর। আবার এদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই ছেলে শিশু এবং পুরুষ পর্যটক। সমুদ্রে আনন্দভ্রমণে গিয়ে অনাকাঙ্খিত এই মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে ২০২১ সালের ২৮ এপ্রিল পানিতে ডুবা প্রতিরোধ বিষয়ক রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়। জাতিসংঘের ৭৫ বছরের ইতিহাসে এ ধরনের রেজ্যুলেশন এটাই প্রথম। রেজ্যুলেশনটিতে পানিতে ডুবে মৃত্যুকে একটি 'নীরব মহামারি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রেজ্যুলেশনটি উত্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত এবং সহনেতৃত্ব দেন আয়ারল্যান্ড এবং সহ-পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন ৮১টি সদস্য দেশ। রেজ্যুলেশনটি পানিতে ডুবে মৃত্যুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ইস্যু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, যা জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত। রেজ্যুলেশনে প্রতিটি সদস্য দেশকে পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নির্ধারণ করে একটি সমন্বিত কর্ম পদ্ধতি এবং জাতীয় নীতিকৌশল প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য রেজ্যুলেশনটির মাধ্যমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২৫ জুলাইকে 'বিশ্ব পানিতে ডুবা প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত নির্দেশনার মাধ্যমে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার পন্থাসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এনসিডিসি সহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখাকে যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সর্বাত্বক সহযোগিতা করার অনুরোধ করছি। পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় চিহ্নিত ব্যবস্থাপনা যথাসময়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধ হবে এটাই একান্তভাবে কাম্য।

অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনায় চিহ্নিত সকল কার্যাবলীর ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে আহ্বান জানাই।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবু জাফর

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাকির হোসেন
মহাপরিচালক
লাইন ডাইরেক্টর (প্রাক্তন)
অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাণী

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমরা নদীমাতৃক বাংলাদেশের পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করতে যাচ্ছি। পানিতে ডুবে মৃত্যু আমাদের দেশে বিশেষ করে শিশুদের জন্য সবচেয়ে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম কারণ। প্রতিটি অকালমৃত্যু একটি পরিবার, একটি সমাজ এবং সামগ্রিকভাবে জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। এই কর্মকৌশল দেশে পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাসে প্রমাণভিত্তিক, সমন্বিত ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণে আমাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। কর্মকৌশলটির লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে আনা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এই কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। উদ্যোগ গ্রহণের প্রারম্ভে সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি) পানিতে ডুবা প্রতিরোধ বিষয়ে তাদের নানাবিধ গবেষণা, গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও ফলাফল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সরবরাহ করেছে এবং কর্মকৌশল প্রণয়নেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগী, একাডেমিয়া, স্থানীয় সরকার এবং স্বাস্থ্যসেবার সামনের সারির কর্মীদের সাথে বিস্তৃত পরামর্শ ও আলোচনার ভিত্তিতে। এতে শিশু তত্ত্বাবধান জোরদার করা, সমাজভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিশু পরিচর্যা ব্যবস্থা বিস্তৃত করা, সাঁতার ও বেঁচে থাকার দক্ষতা প্রশিক্ষণ, জরুরি প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ কার্যক্রমকে সমন্বিত করার একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে পানিতে ডুবার তথ্য ও উপাত্ত নিয়মিত সংগ্রহের জন্য বর্তমান তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে আরো শক্তিশালী করা হবে। গবেষণা বিষয়ে বলা হয়েছে যে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য গবেষণা কাজে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সহায়তা নেওয়া হবে। এই বিষয়ে গবেষণাযোগ্য সম্ভাব্য কার্যক্রম শনাক্তকরণ, গবেষণা পরিচালনা, গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার এবং সকলের সহযোগিতায় গবেষণার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে।

এসডিজি অর্জন এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের পথে অগ্রসর হতে পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ অপরিহার্য। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় উন্নয়ন অংশীদার, বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটির সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ নিশ্চয়ই দেশব্যাপী পানিতে ডুবে মৃত্যু উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে একটি নিরাপদ পরিবেশ গড়ে জ্বলতে সহায়ক হবে-আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এই কর্মকৌশল প্রণয়নে অবদান রাখা সকল সহকর্মী, বিশেষজ্ঞ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা আশা করবো জনগণের বৃহত্তর স্বার্থেই সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব ও চিহ্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। ফলে পানিতে ডুবে মৃত্যু কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এখন সময় সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার-অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নে রূপ দেওয়ার।

পরিশেষে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাকির হোসেন

সার সংক্ষেপ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বছরে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার জন মানুষ পানিতে ডুবে প্রাণ হারায়, যার ৯০ শতাংশ ঘটে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। পানিতে ডুবে মৃত্যুর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুরা এবং মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর আশংকা দ্বিগুণ। বাংলাদেশ হেলথ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে ২০০৫ চিহ্নিত করে যে, অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশুদের ইনজুরিজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে পানিতে ডুবা। ঐ সার্ভে অনুযায়ী প্রতি বছর প্রায় ১৭ হাজার অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশু পানিতে ডুবে প্রাণ হারায় আর তার চার গুণ অর্থাৎ প্রায় ৬৮ হাজার শিশু পানিতে ডুবে অসুস্থ হয়। ১-৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার সর্বাধিক যা ৮৬.৩%।

এই জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, সংস্থা ও বিভাগ নিজস্ব কর্মকান্ডের মধ্যেই পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জোড়ালো ভূমিকা রাখবে।

পানিতে ডুবা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে:

১) **১ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুদের জন্য আঁচল (শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র**

সমাজভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা ব্যবস্থা হলো শিশু পরিচর্যার একটি বিকল্প পদ্ধতি যার মাধ্যমে ১ থেকে অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুদের ঘরের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। উক্ত শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবকগণ শিশুদের দিনের শুরুতে রেখে আসেন এবং দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ শেষে যথাসময়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এই পরিচর্যা ব্যবস্থা বাংলাদেশের গ্রামীণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে স্থানীয় কমিউনিটির মাধ্যমে তৈরিকৃত এবং স্থানীয় তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্ত করে পরিচালিত।

২) **৬-১০ বছর বয়সের শিশুদের জন্য সুইমসেইফ (জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ)**

সুইমসেইফ -৬-১০ বছর বয়সের শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার শেখানোর একটি পদক্ষেপ। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় পুকুরে বাঁশ দিয়ে শিশুদের জন্য নিরাপদ মাঁচা তৈরি করে সাঁতার শেখানো হয়। শহরাঞ্চলে সুইমিং পুল বা পোর্টেবল সুইমিং পুলে সাঁতার শেখানো হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় যুব স্বেচ্ছাসেবকদের সাঁতার প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

৩) **পানি থেকে উদ্ধার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান (CPR প্রশিক্ষণ)**

বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পানিতে ডুবার আশংকা থেকেই যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রধান কাজ অবিলম্বে বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার বা স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া অনুসরণ অর্থাৎ সিপিআর অর্থাৎ বুকে চাপ মুখে শ্বাস দেওয়া। এই রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার বা স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া হলো এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ, যার চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো জ্ঞান নেই, যে কোনো ধরনের অসুস্থ বা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষ করে পানি থেকে উদ্ধারের পর তাকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে সক্ষম হয়। সিপিআর অর্থাৎ বুকে চাপ এবং মুখ থেকে মুখে শ্বাস দেওয়া মৃত্যু প্রতিরোধের একমাত্র উপায়।

৪) **সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি**

স্থানীয় কমিউনিটিতে উঠান বৈঠক, ইন্টারেক্টিভ পপুলার থিয়েটার, সামাজিক ময়না তদন্ত ও ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুদের মাতা-পিতা এবং সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৫) **পরিবেশের পরিবর্তন বা পরিমার্জন**

ঝুঁকিপূর্ণ জলাধারগুলোতে বেড়া বা প্রতিবন্ধক দিয়ে ঘিরে দেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় জলাধারগুলো স্থানীয় জনগণের সহায়তায় মাটি দিয়ে ভরাট করা।

৬) **লাইফগার্ড সেবা (সাগরে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কার্যক্রম)**

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইফগার্ড সমুদ্র সৈকতে টহল এবং শিশু, স্থানীয় জনগণ ও পর্যটকদের মধ্যে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই সেবা সপ্তাহে ৭দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেওয়া হয়। স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লাইফগার্ড হিসেবে প্রস্তুত করা হয় যারা পর্যটকদের পানিতে ডুবা থেকে রক্ষা করে এবং পানিতে ডুবা প্রতিরোধকল্পে সচেতন করে তোলে।

কর্মকৌশলের অভীষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মূলনীতি:

অভীষ্ট লক্ষ্য: পানিতে ডুবা মুক্ত বাংলাদেশ। ২০৩০ সালের মধ্যে পানিতে ডুবাজনিত মৃত্যুর হার শতকরা ৫০ ভাগ কমানো।

উদ্দেশ্য:

১) সমাজভিত্তিক সচেতনতামূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা করা,
২) সংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা,
৩) পানিতে ডুবা প্রতিরোধে গবেষণা ও সারভেইলান্সের কার্যকর ব্যবস্থা করা,
৪) পানিতে ডুবা প্রতিরোধে মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা,
৫) সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কর্মকৌশলের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কৌশলগত পন্থা ভিত্তিক কার্যক্রমসমূহ:

১) জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সমাজভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন

- পানিতে ডুবার ঝুঁকি এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে মাতা-পিতাকে সচেতন করা
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা

- জলাধারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিবন্ধক স্থাপন করা
- বন্ধুদের সাথে পানিতে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ এড়াতে সচেতন করা
- স্থানীয় জনগণকে পুকুর, নদী ও অন্যান্য জলাশয় এবং সমুদ্রের পানিতে ডুবার ঝুঁকি এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে বিশেষ করে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস জাতীয় দুর্যোগের সময় সচেতন করা

২) কার্যকর নীতিমালা ও আইনের প্রয়োগ

- নৌকা, জাহাজ এবং ফেরী চলাচল বিষয়ক নিরাপদ আইন নিশ্চিত করা
- বন্যা এবং অন্যান্য পানি সম্পর্কিত দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সহায়তায় একটি কৌশল তৈরি করা

৩) সারভেইলান্স এবং গবেষণা পরিচালনা

- পানিতে ডুবা বিষয়ক নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের জন্য সারভেইলান্স পদ্ধতি চালু করা
- পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা

৪) পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ

- জরুরী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা
- পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা

৫) আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিত বৃদ্ধিকরণ

- পানিতে ডুবা প্রতিরোধে প্রস্তাবিত কার্যাবলী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এককভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা শাখাসমূহের সহযোগিতা প্রয়োজন।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পানিতে ডুবা প্রতিরোধের মূখ্য অংশীজন (Lead Agency) হিসেবে কাজ করবে।

কর্মকৌশল বাস্তবায়নে মূখ্য অংশীজন হলো- স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সহযোগী অংশীজন হিসাবে সম্পৃক্ত রয়েছে - জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

অধ্যায় ১ ভূমিকা

১.১ পানিতে ডুবার সংজ্ঞা

পানিতে ডুবার সংজ্ঞাটি পানিতে ডুবা বিষয়ক প্রথম বিশ্ব কংগ্রেস ২০০২ (World Congress on Drowning 2002) থেকে নেওয়া। এতে বলা হয়েছে- "কোনো ব্যক্তি তরল পদার্থে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে শ্বাস প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে ড্রাউনিং বা পানিতে ডুবা বলে। পানিতে ডুবার পরিণতি হতে পাওে মৃত্যু (Fatal) অথবা অসুস্থতা (Non-fatal)। [১]

১.২ পানিতে ডুবার বৈশ্বিক পরিস্থিতি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে বছরে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার জন মানুষ পানিতে ডুবে প্রাণ হারায়, যার ৯০ শতাংশ ঘটে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে। এই সংখ্যা অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ এবং ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুর সংখ্যার অর্ধেকরও বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীকে যে ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করেছে তার প্রত্যেকটিতেই পানিতে ডুবে মৃত্যুকে শিশু এবং তরুণ বয়সের মৃত্যুর প্রধান ১০টি কারণের মধ্যে একটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পানিতে ডুবে মৃত্যুর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে অনুর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুরা এবং মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর আশংকা দ্বিগুণ। পানিতে ডুবে মৃত্যুর অর্ধেকেরও বেশি ঘটে অনুর্ধ্ব ২৫ বছর বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে। [২]

১.৩ বাংলাদেশে পানিতে ডুবা পরিস্থিতি

পানিতে ডুবে যাওয়া বা মৃত্যু বাংলাদেশে একটি নিয়মিত ঘটনা। বাংলাদেশে পানিতে ডুবে মৃত্যুকে একটি 'দুর্ঘটনা' বলে ধারণা করা হয়, আর সে কারণে এটিও ধারণা করা হয় যে এর প্রতিরোধ সম্ভব নয়। মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, পানিতে ডুবে মৃত্যু বা পানিতে পড়ে যাওয়াকে 'সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা' বা 'খারাপ বাতাসের প্রভাব' বলে ধারণা করে।

ইউনিসেফ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত "বাংলাদেশ হেল্‌থ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে ২০০৫" এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পানিতে ডুবা এবং এর ফলে মৃত্যু ও ইনজুরির ব্যাপকতার বিষয়টি প্রথমবারের মত সবার নজরে আসে। এই জরিপে শিশু মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে পানিতে ডুবা চিহ্নিত হয়।

বাংলাদেশ হেল্‌থ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে ২০০৫ চিহ্নিত করে যে, অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশুদের ইনজুরিজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে পানিতে ডুবা (চিত্র-১)। ঐ সার্ভে অনুযায়ী প্রতিবছর প্রায় ১৭ হাজার অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশু পানিতে ডুবে প্রাণ হারায় (পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার ২৮.৬/১০০,০০০) আর তার চার গুণ অর্থাৎ প্রায় ৬৮ হাজার শিশু পানিতে ডুবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সার্ভে থেকে আরও জানা যায় যে, ১-৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার সর্বাধিক যা ৮৬.৩% (চিত্র-২)। আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ৫-৯ বছর বয়সী শিশুরা ২৬.২%।[৩]

চিত্র ১: শিশুদের (১-১৭) ইনজুরিতে মৃত্যুর কারণসমূহ
উৎস: বাংলাদেশ হেলথ্ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে ২০০৫

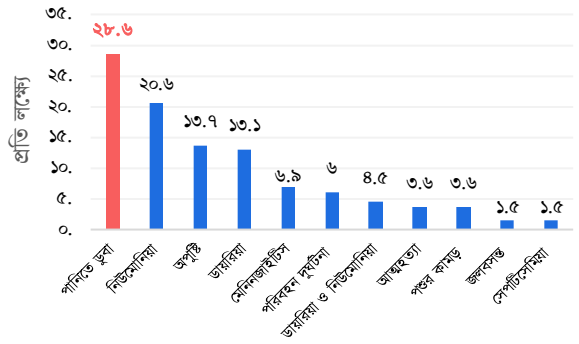

চিত্র ২: বিভন্ন বয়শে পানিতে ডুবে মৃত্যু হার
উৎস: বাংলাদেশ হেলথ্ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে ২০০৫

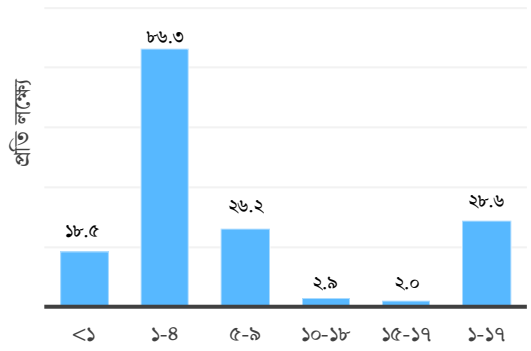

পরবর্তীতে ২০১৬ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সিআইপিআরবি অনুরূপ বাংলাদেশ হেল্‌থ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে পরিচালনা করে, সেখানেও একই ধরনের তথ্য উঠে আসে।[৪] (চিত্র - ৩)। এ সার্ভে অনুযায়ী প্রতিবছর সকল বয়সের প্রায় ১৯ হাজার মানুষ পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে (পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার ১১.৭/১০০,০০০) যার মধ্যে প্রায় ১৪ হাজার ৫০০ জন অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশু (পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার ২৫.৭/১০০,০০০)। ২০০৫ সালের মত ১-৪ বছর বয়সী শিশুরা রয়েছে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে (পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার ৭১.৭/১০০,০০০) এবং পরবর্তী ঝুঁকিপূর্ণ বয়স হচ্ছে ৫-৯ বছর (চিত্র - ৪)।

চিত্র ৩: শিশুদের (১-১৭) ইনজুরিতে মৃত্যুর কারণসমূহ
উৎস: বাংলাদেশ হেলথ্ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে ২০১৬

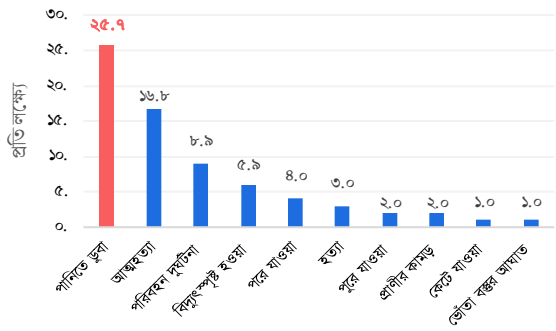

চিত্র ৪: বিভন্ন বয়শে পানিতে ডুবে মৃত্যু হার
উৎস: বাংলাদেশ হেলথ্ অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে ২০১৬

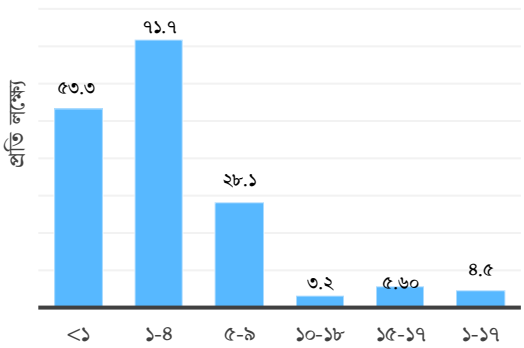

এছাড়াও, "বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেল্‌থ সার্ভে ২০১৭-২০১৮" অনুযায়ী, ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেপানিতে ডুবে মৃত্যু - ৫৮ শতাংশ।[৫] (চিত্র - ৫)

চিত্র ৫: শিশুদের (১-৫ বছর) মৃত্যুর কারণসমূহ
উৎস: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেল্‌থ সার্ভে ২০১৭-২০১৮

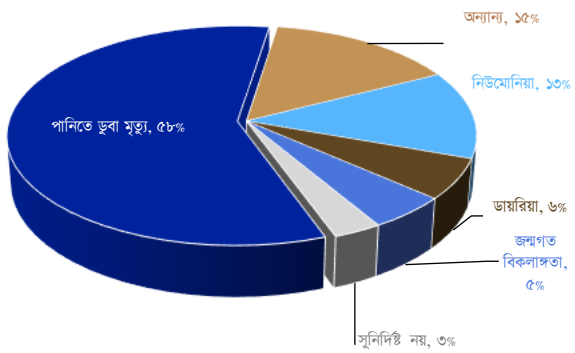

১.৪ পানিতে ডুবা প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা

বাংলাদেশে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধে বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য প্রমাণ করে, পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধযোগ্য। এক্ষত্রে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে - শিশু যত্ন কেন্দ্র, সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং পানি থেকে উদ্ধার কৌশল ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ।

এক থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের পানিতে ডুবাসহ বিভিন্ন ইনজুরি থেকে সুরক্ষা ও মানসিক বিকাশে শিশু যত্ন কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় দেখা যায়, এই শিশু যত্ন কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি ৮০ শতাংশের অধিক কমে যায়। ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি প্রায় ৯৬ শতাংশ হ্রাস পায়। গবেষণায় আরও দেখা যায়, সাধারণ জনগণকে পানি থেকে উদ্ধার কৌশল ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা প্রয়োজনীয় সময়ে এই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

১.৫ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পদক্ষেপ

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে ২০২১ সালের ২৮ এপ্রিল পানিতে ডুবা প্রতিরোধ বিষয়ক রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়। জাতিসংঘের ৭৫ বছরের ইতিহাসে এ ধরনের রেজ্যুলেশন এটাই প্রথম। রেজ্যুলেশনটিতে পানিতে ডুবে মৃত্যুকে একটি 'নীরব মহামারি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই রেজ্যুলেশনটি উত্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা এবং সহনেতৃত্ব দেন আয়ারল্যান্ড এবংসহ-পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন ৮১টি সদস্যদেশ। রেজ্যুলেশনটি পানিতে ডুবে মৃত্যুকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ইস্যু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, যা জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত। রেজ্যুলেশনে প্রতিটি সদস্য দেশকে পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নির্ধারণ করে একটি সমন্বিত কর্ম পদ্ধতি এবং জাতীয় নীতিকৌশল প্রণয়নের আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য রেজ্যুলেশনটির মাধ্যমে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২৫ জুলাইকে 'বিশ্ব পানিতে ডুবা প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় অপারেশন প্ল্যান ২০১৭-২০২২, বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২৫ এ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

১.৬ পানিতে ডুবা প্রতিরোধ প্রেক্ষিত: শিশু উন্নয়ন ও সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা

শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষায় জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদসহ (***UNCRC***), সকলের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্র, ১৯৯০ ***(World Declaration on Education for All in 1990)***, ***Dakar Framework for Action 2000*** স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এই বিষয়ের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বিত ***Early Childhood Care & Development (ECCD) Policy 2013*** এবং শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশে সম্প্রতি অনুমোদিত ***Day Care Centre Act 2021*** প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুদের সুরক্ষা ও বিকাশের গুরুত্ব এবং পানিতে ডুবে মৃত্যুর ব্যাপকতা সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ফলাফলকে বিবেচনায় নিয়ে ২০২১ সালে জাতিসংঘে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ বিষয়ক রেজ্যুলেশন গৃহীত হয়। এই রেজ্যুলেশনটি শিশুদের সুরক্ষা ও বিকাশে অনুঘটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাঠামোবদ্ধ কার্যক্রম শিশু বিকাশ ও সুরক্ষা পদক্ষেপকে অগ্রসর করেছে। এই উদ্যোগকে বিস্তৃত করতে উন্নয়ন সহযোগী আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

১.৭ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা এবংপানিতে ডুবা প্রতিরোধ: আন্তঃসম্পর্ক

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা প্রত্যক্ষভাবে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত।[৬]

অভীষ্ট ৩ সকল বয়সের সকল মানুষের জন্য সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা ও জীবনমানউন্নয়ন

লক্ষ্যমাত্রা ৩.২	২০৩০ সালের মধ্যে নবজাতক ও অনূর্ধ্ব ৫বছর বয়সী শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর আবসান ঘটানোর পাশাপাশি প্রতি ১,০০০ জীবিতজন্মে নবজাতকের মৃত্যুহার কমপক্ষে ১২-তে এবং প্রতি ১,০০০ জীবিত জন্মে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুমত্যুর হার কমপক্ষে ২৫-এ নামিয়ে আনা
লক্ষ্যমাত্রা ৩.৪	প্রতিরোধ ও চিকিৎসার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগের কারণে অকালমৃত্যু এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়তা প্রদান
লক্ষ্যমাত্রা ৩.৮	সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ওষুধ ও টিকাসুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান
লক্ষ্যমাত্রা ৩.খ	উন্নয়নশীল দেশসমূহে সাধারণত যে ধরনের সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বেশি, সে ধরনের রোগের টিকা ও ওষুধ উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন সহায়তা দান
লক্ষ্যমাত্রা ৩.গ	উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহে স্বাস্থ্যখাতে অর্থায়ন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা, এই খাতে নিয়োজিত জনবলের স্থায়িত্ব ও তাদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা
লক্ষ্যমাত্রা ৩.ঘ	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি প্রশমন এবং এ সংশ্লিষ্ট পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কতা বিষয়ে সকল দেশের, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

অভীষ্ট ৪ সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান ও জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

লক্ষ্যমাত্রা ৪.২	২০৩০ সালের মধ্যে সকল অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়ে যাতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাসহ শৈশবের একেবারে গোড়া থেকে মানসম্মত বিকাশ ও পরিচর্যার মধ্য দিয়েবেড়ে ওঠে তার নিশ্চয়তা বিধান করা

অভীষ্ট ১১ অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, প্রতিকূলতা-সহিষ্ণু এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

লক্ষ্যমাত্রা ১১.১	২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মূল্যসায়শ্রী আবাসন এবং মৌলিকপরিসেবারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করাসহ বস্তির উন্নয়ন সাধন।

অভীষ্ট ১৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ

অভীষ্ট ১
সর্বত্র সকল প্রকার দারিদ্র্যের অবসান
অভীষ্ট ৫
জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও অল্পবয়সী মেয়েদের ক্ষমতায়ন
অভীষ্ট ৬
সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ
অভীষ্ট ৮
স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা
অভীষ্ট ১০
অন্ত: এবং আন্ত:দেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা
পরোক্ষভাবেও কিছু অভীষ্ট এই পদক্ষেপের সাথে সম্পর্কিত

অধ্যায় ২ পানিতে ডুবার তথ্য ও পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা

২.১ পানিতে ডুবার ঝুঁকিসমূহ

বিভিন্নভাবে পানিতে ডুবার ঘটনা ঘটে। এর প্রধান কারণ হল মানুষ এবং জলাধারের মধ্যে বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা না থাকা, শিশুদের যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাব, জীবন রক্ষামূলক দক্ষতার অভাব যেমন- সাঁতার ও CPR (Cardiopulmonary Resuscitation/বুকে চাপ মুখে শ্বাস) না জানা। এছাড়া অনিরাপদ ও উন্মুক্ত পানি সরবরাহ, পানিতে ডুবা বিষয়ে সচেতনতার অভাব, নৌযানে ধারণ ক্ষমতার অধিক যাত্রী বহন ও ত্রুটিপূর্ণ নৌযান ব্যবহার ইত্যাদি পানিতে ডুবার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। বন্যা, সাইক্লোন বা অন্য কোনো পানি সংক্রান্ত দুর্যোগের কারণেও পানিতে ডুবার ঘটনা ঘটে।

২.১.১ পানিতে ডুবার ঝুঁকিপূর্ণ স্থান

পানিতে ডুবার বেশিরভাগ ঘটনা ঘটে অভ্যন্তরীণ জলভাগে। পানির বালতি, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি সব জলাধারেই ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুদের মধ্যে যেসকল শিশু পানিতে ডুবে মারা যায় তাদের শতকরা ৮০ ভাগ বাড়ি থেকে মাত্র ২০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত পুকুর, ডোবা এবং পানি ধরে রাখার পাত্রে দুর্ঘটনার শিকার হয় (তথ্যসূত্র - ৭)। [৭]

৫ বছর বা তদুর্ধ্ব শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে বাড়ি

চিত্র ৬: শিশুদের পানিতে ডুবে যাওয়ার স্থান
উৎস: বাংলাদেশ হেলথ্ সার্ভে ২০১৬

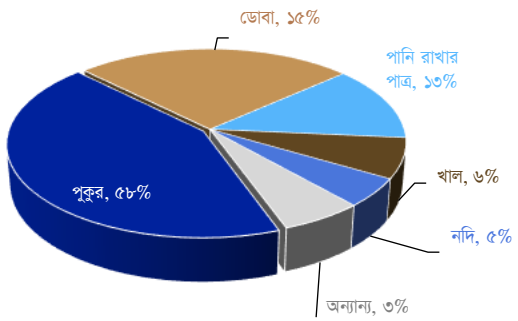

থেকে দূরে প্রাকৃতিক জলাধারে বা তার আশেপাশে কাজ করার সময়, যাতায়াতে বা পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে পানিতে ডুবার ঘটনা ঘটে।

২.১.২ পানিপথে যাতায়াত

বাংলাদেশ নদীবাহিত হওয়ায় পণ্য ও যাত্রী বহনে অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন একটি অন্যতম যাতায়াত ব্যবস্থা। দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন গুরুত্বপূর্ণ কারণ তুলনামূলকভাবে এটি সড়ক ও রেলপথের চেয়ে সাশ্রয়ী।

বাংলাদেশে নদীগুলোর সর্বমোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,০০০ কিলোমিটার। যদিও এর মাত্র এক-চতুর্থাংশ আধুনিক যন্ত্রচালিত নৌযান চলাচলের উপযুক্ত। অসংখ্য নৌকা দেশের অভ্যন্তরে ও উপকূলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। প্রায় ১২.৩ শতাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নৌকা ব্যবহার করে (তথ্যসূত্র - ৮)।[৮] অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর প্রায় ৮৭.৮ মিলিয়ন মানুষ নৌপথ ব্যবহার করে (BIWTA২০০৯)। বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৩৫,০০০ নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত নৌযান চলাচল করে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৭ হতে অক্টোবর ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ১,২৬৮ টি লঞ্চ/জলযানদুর্ঘটনায় ৪,৮৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদিও এই সংখ্যা প্রকৃতচিত্র থেকে অনেক কম। জীর্ণ কাঠামো এবং ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী বহনের কারণেপ্রধানত: এ সকল দুর্ঘটনা ঘটে। অধিকাংশ নৌযানগুলোতে জীবনরক্ষাকারী যন্ত্রপাতি বা নৌ দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনবলের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

২.১.৩ জলাধার বা এর আশেপাশে কাজ করা

অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অন্যতম। এ দেশে প্রচুর সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায় (তথ্যসূত্র - ১০)। [১০] প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষমানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য চাষের সাথে জড়িত। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ মাছ চাষ বা এ ধরনের কাজের সাথে যুক্ত (তথ্যসূত্র - ১১ ও ১২)।[১১-১২] এ জনগোষ্ঠীর পানিতে ডুবা হ্রাসে প্রয়োজন নিরাপত্তার মান উন্নয়ন এবং নিরাপদ যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বিরূপ আবহাওয়ায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

২.১.৪ বন্যার কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ

বন্যা কারণে প্রতিনিয়ত পানিতে ডুবার ঝুঁকি বাড়ছে। এছাড়া যে সকল জনগোষ্ঠী বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে সেখানে যদি বন্যা সতর্কীকরণ ও নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর ব্যবস্থা দুর্বল থাকে সেক্ষেত্রে পানিতে ডুবার আশংকা বেড়ে যায়।

২.১.৫ অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে জলাবদ্ধতা

অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। যথাযথনগর পরিকল্পনার ঘাটতি, অব্যবস্থাপনাএবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেপানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয় যা জলাবদ্ধতা তৈরির অন্যতম কারণ। বিশেষ করে, বর্ষাকালে এই জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করে। রাস্তার গর্ত, খোলা ম্যানহোল, ড্রেন দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় পানিতে ডুবে দূর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে।

২.১.৬ পর্যটন

কক্সবাজার এবং কুয়াকাটা দেশের প্রধান দুইটি সমুদ্র সৈকত। স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং পর্যটক উভয়েরই বঙ্গোপসাগরে ডুবার ঝুঁকি রয়েছে। বিনোদন এবং জীবিকার কারণে স্থানীয় জনগোষ্ঠী সমুদ্রের সাথে পরিচিত। কিন্তু অন্য জেলার পর্যটক সমুদ্রের সাথে ততটা পরিচিত না হওয়ার কারণে পানিতে ডুবার অধিক ঝুঁকিতে থাকে। পানিতে কাজ করার কারণে স্থানীয়দের কিছু নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলেও বাংলাদেশের কোনো সমুদ্র সৈকতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে লাইফগার্ডের কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রতিবছর দুর্যোগ বা বিনোদনের জন্য সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে এসে অনেক মানুষ সাগরে ডুবে প্রাণ হারায় বা অসুস্থ হয়। বাংলাদেশে সাগরে ডুবে মৃত্যুর সঠিক তথ্য নেই। পর্যটনের অন্যান্য এলাকা যেমন, হাওর, লেক ইত্যাদি স্থানেও পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, যার তথ্যও অপ্রতুল। এ রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ এবং যথোপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

২.২ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা

২.২.১ বাংলাদেশে পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে গবেষণালব্ধ কার্যকর ব্যবস্থা

বাংলাদেশ এবং আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক দিক থেকে একই ধরনের দেশগুলোর কথা মাথায় রেখে পানিতে ডুবাসহ অন্যান্য ইনজুরি প্রতিরোধ ব্যবস্থা শনাক্ত করার জন্য ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত Prevention of Child Injuries through Social-intervention and Education (PRECISE) নামক কমিউনিটিভিত্তিক একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য ছিল পানিতে ডুবাসহ অন্যান্য ইনজুরি প্রতিরোধে কার্যকর এবং সাশ্রয়ী পদক্ষেপ খুঁজে বের করা। এই গবেষণা প্রকল্পে অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশুদের বিভিন্ন বয়স বিবেচনায় নিম্নলিখিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুদের জন্য আঁচল (শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানের জন্য শিশুযত্ন কেন্দ্র)

সমাজভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা ব্যবস্থা হলো শিশু পরিচর্যার একটি বিকল্প পদ্ধতি যার মাধ্যমে ১ থেকে অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুদের ঘরের বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। উক্ত শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রে অভিভাবকগণ শিশুদের দিনের শুরুতে রেখে আসেন এবং দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজ শেষে যথাসময়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এই পরিচর্যা ব্যবস্থা বাংলাদেশের গ্রামীণ অবস্থার প্রেক্ষাপটে স্থানীয় কমিউনিটির মাধ্যমে তৈরি করা এবং স্থানীয় তত্ত্বাবধানকারী নিযুক্ত করে পরিচালিত।

উল্লেখিত প্রকল্পে শিশু তত্ত্বাবধানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে আঁচল নামকশিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে। সাধারণত আঁচল হচ্ছে স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত একটি বড় ঘর যা আঁচল মা (স্থানীয় কমিউনিটি থেকে নির্ধারিত তত্ত্বাবধানকারী) প্রদান করেন। ঘরটিতে খেলনা, শিক্ষামূলক পোস্টার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র থাকে যা শিশুদের সামাজিক ও মানসিক বিকাশকে উদ্দীপিত করে। আঁচল মা, একজন সহযোগীর সাহায্যে সর্বোচ্চ ২৫ জন শিশুকে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত তত্ত্বাবধানে রাখেন। উক্ত সময়েই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের শিশুরা সবচেয়ে বেশি পানিতে ডুবার ঝুঁকিতে থাকে। আঁচলে থাকাকালীন আঁচল মা শিশুর নিরাপত্তা ও প্রারম্ভিক বিকাশ, পুষ্টি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো লক্ষ্যরাখেন।

৬-১০ বছর বয়সের শিশুদের জন্য সুইমসেইফ (জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ)

সুইমসেইফ ৬-১০ বছর বয়সের শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার শেখানোর একটি পদক্ষেপ। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় পুকুরে বাঁশ দিয়ে শিশুদের জন্য নিরাপদ মাঁচা তৈরি করে সাঁতার শেখানো হয়। শহরাঞ্চলে সুইমিং পুল বা পোর্টেবল পুলে সাঁতার শেখানো হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় যুব স্বেচ্ছাসেবকদের সাঁতার প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

সাঁতার প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কমপক্ষে ২৫ মিটার সাঁতার কাটা, ৩০ সেকেন্ড ভেসে থাকা এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধার কৌশল জানা অত্যাবশ্যক।

PRECISE প্রকল্পের মূল্যায়নে উদঘাটিত হয় যে উল্লেখিত নিয়ন্ত্রকগুলোর মাধ্যমে অনুর্ধ্ব ১০ বছর বয়সের শিশুদের পানিতে ডুবা শতকরা ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব। আঁচল এবং সুইমসেইফ কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকরী এবং জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। এছাড়া গবেষণা প্রকল্প Saving of Lives from Drowning (SoLiD) in Bangladesh-ও প্রমাণ করে যে আঁচল একটি কার্যকরী পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কার্যক্রম। এই গবেষণা প্রকল্পে প্রায় ৮০ হাজার অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুরা আঁচলে অংশগ্রহণ করে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ শিশু সাঁতার প্রশিক্ষণ নিয়েছে (অতিমারি কোভিড-১৯ এর জন্য ২০২০-২০২১ পর্যন্ত এই কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়)।

আঁচল এবং সুইফসেইফ দুটি উল্লেখযোগ্য কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এই গবেষণার মূল্যায়ন থেকে দেখা যায় যে, যে সকল শিশুরা আঁচলে অংশগ্রহণ করে না তাদের তুলনায় যারা আঁচলে অংশগ্রহণ করে তাদের পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঝুঁকি ৮০ শতাংশ কমে যায়। একইভাবে যারা সুইমসেইফ-এ অংশগ্রহণ করে না তাদের তুলনায় সুইমসেইফ-এ অংশগ্রহণকারী শিশুদের পানিতে ডুবার আশংকা শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়।[১৩]

পানি থেকে উদ্ধার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান - রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার/স্বাভাবিক করার পদ্ধতি (CPR -Cardiopulmonary Resuscitation) প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পানিতে ডুবার আশংকা থেকেই যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রধান কাজ অবিলম্বে বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার/স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া অনুসরণ অর্থাৎ সি পি আর/বুকে চাপ মুখে শ্বাস দেওয়া। এই রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার/স্বাভাবিক করার কৌশল হল যার মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ, যার চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো জ্ঞান নেই, যে কোনো ধরনের অসুস্থতা, আঘাতপ্রাপ্ত বিশেষ করে পানি থেকে উদ্ধারের পর ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিয়ে যাবার পূর্বে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে সক্ষম হয়। সিপিআর অর্থাৎ বুকে চাপ এবং মুখ থেকে মুখে শ্বাস দেওয়া মৃত্যু প্রতিরোধের একমাত্র উপায়। এটা প্রমাণিত যে, যখন পানিতে ডুবা ব্যক্তির নাড়ি স্পন্দন ও শ্বাস থাকে না তখন যদিও দীর্ঘ সময় হৃদপিন্ড ও শ্বাস বন্ধের কারণে উদ্ধারকৃত ব্যক্তির মারাত্মক স্নায়বিক ক্ষতির আশংকা থাকে তবুও বুকে চাপ মুখে শ্বাস দেওয়ার কারণে ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি ঘটে (তথ্যসূত্র - ১৪, ১৫)।[১৪-১৫]

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের দক্ষতা অনুপস্থিত। প্রত্যক্ষদর্শীর জন্য রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার/স্বাভাবিক করারপ্রক্রিয়া প্রশিক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি)-এর ইন্টারন্যাশনাল ড্রাউনিং প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ ডিভিশন অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত জনগণের মধ্যে দশ বছর এবং তদুর্ধ্ব মানুষের প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৮০ ভাগের বেশি প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার/স্বাভাবিক করার দক্ষতা শিখতে পেরেছে, ব্যবহার করেছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মনে রাখতে পেরেছে (তথ্যসূত্র - ১৬)।[১৬]

একইরকম আরেকটি গবেষণা অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শিশুদের উদ্ধার এবং রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার/স্বাভাবিক করার দক্ষতা নিয়ে পরিচালিত হয়েছে। যাতে দেখা গেছে প্রশিক্ষণ পেলে ৭ - ৯ বছরের শিশুরাও এই দক্ষতাগুলো অর্জন করতে পারে।[১৭]

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার "Preventing drowning Practical guidance for the provision of day-care, basic swimming and water safety skills, and safe rescue and resuscitation training" প্রতিবেদনে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং পানিতে ডুবা থেকে উদ্ধার এবং রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার/স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া প্রশিক্ষণ এই তিনটি উদ্যোগকে পানিতে ডুবা প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।[১৮]

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

PRECISE প্রকল্পে অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশু এবং শিশুদের মাতা-পিতাদের জন্য পানিতে ডুবার ঝুঁকি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা প্রদান করা হয়েছিল। সিআইপিআরবি-র সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স-এর প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে স্কুল পর্যায়ে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীর স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পানিতে নিরাপত্তা বিষয়ক পাঠ দান করেছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে স্কুল ব্যবস্থাপনা/ম্যানেজমেন্ট কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন করে স্কুলের শিক্ষক কিংবা কর্মসূচী সুপারভাইজারের উপস্থিতিতে শ্রেণীকক্ষে এই পাঠ দান করা হয়।

পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটিতে উঠান বৈঠক,

ইন্টারঅ্যাকটিভ পপুলার থিয়েটার, সামাজিক ময়নাতদন্ত ও ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুদের মাতা-পিতা এবং

সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।সচেতনতা বৃদ্ধিতে গ্রাম এবং ইউনিয়ন ইনজুরি প্রতিরোধ কমিটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষ করে ভৌগোলিকভাবে প্রান্তিক জনগণের কাছে পানিতে ডুবার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশের পরিবর্তন বা পরিমার্জন

PRECISE প্রকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ জলাধারগুলোতে বেড়া বা প্রতিবন্ধক দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছিল এবং অপ্রয়োজনীয় জলাধারগুলো স্থানীয় জনগণের সহায়তায় মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল।

লাইফগার্ড সেবা (সাগরে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কার্যক্রম)

সিআইপিআরবি যুক্তরাজ্যের রয়েল ন্যাশনাল লাইফবোট ইনস্টিটিউশন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সি-সেইফ নামক প্রকল্প কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের লাবনী, সুগন্ধা এবং কলাতলী এলাকায় বাস্তবায়ন করছে।

এই প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লাইফগার্ড সমুদ্র সৈকতে টহল এবং শিশু, স্থানীয় জনগণ ও পর্যটকদের মধ্যে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই সেবা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেওয়া হয়। স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লাইফগার্ড হিসেবে প্রস্তুত করা হয় যারা পর্যটকদের পানিতে ডুবা প্রতিরোধে সচেতন করে থাকে। তারা স্থানীয় প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ, বিচ্ কর্মী ও বিচ্ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের সাথে সমন্বয় করে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে ২৭ জন যুবক আন্তর্জাতিক মানের লাইফগার্ড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং তারা বিগত দুই বছর যাবৎ সৈকতে টহল দিয়ে লাইফগার্ড
সেবা প্রদান করছে। ২০১৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৩৮৫ জন পর্যটক উদ্ধার হয়েছে এবং ৬৭ জন পর্যটক প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা পেয়েছে। এই প্রকল্প কার্যক্রম স্পষ্টত: ইঙ্গিত করে যে সমুদ্র সৈকতে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ সম্ভব।

২.৩ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অপারেশনের প্ল্যান ২০১৭-২০২২ এ "***Injury, Occupational Health & Climate Change***" অনুচ্ছেদে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ সংযোজন করা হয়। এছাড়াও উক্ত অপারেশনাল প্ল্যান এর ***"Component C: Injury, Including Poisoning & Snakebite"*** অনুচ্ছেদে পানি থেকে উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে স্কুল/মাদ্রাসা ও কমিউনিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. ***Bangladesh Call for Action 2035***-এ পানিতে ডুবে মৃত্যুসহ ৭টি প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুকে শুন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

৩. পানিতে ডুবা প্রতিরোধ বিষয়টি ***Integrated Management of Child Illness (IMCI)***-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪. অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২৫ এ পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু হ্রাসে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মকৌশল হাতে নেওয়া হয় (টেবিল-২, পৃষ্ঠা-৩০)। এই পরিকল্পনায় উল্লেখিত "স্বাস্থ্যকর কাঠামোর প্রসার" উপ অধ্যায়ে শিশুদের জলাধারে বিপদ হ্রাস করতে সমাজভিত্তিক শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয় (পৃষ্ঠা - ৬২)। উল্লেখ্য, উক্ত প্রস্তাবনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, এনজিও এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, এনজিও এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বয়:সন্ধিকালের শিশু-কিশোর দল গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এনজিও এবং বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় হামাগুড়ি বা হাঁটতে শেখার পরে শিশুদের নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্যে রাখার ***(Promotion of Play Pen)*** ব্যবস্থা প্রসারের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে।

৫. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২০২৪ মেয়াদে 'ইনটিগ্রেটেড কমিউনিটি বেইজড সেন্টার ফর চাইল্ড কেয়ার, প্রটেকশন অ্যান্ড সুইম-সেইফ ফ্যাসিলিটিজ' প্রকল্প, সরকার অনুমোদন করেছে।

৬. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে "জীবন বাঁচাতে সাঁতার প্রশিক্ষণ" কর্মসূচি জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪ মেয়াদে সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার ০৭টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৭. শিশুদের দিবাকালীন পরিচর্যা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানের জন্য "শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১" সংসদে অনুমোদন করা হয়েছে।

৮. প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে করণীয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯. বিভিন্ন জনসমাগম স্থান, নৌ-বন্দর ও সমুদ্র বন্দর এলাকায় পানিতে ডুবা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে সচেতনতামূলক তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০. নৌযানে অবস্থানকালে সচেতনতামূলক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৩ বাংলাদেশে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল

৩.১ বাংলাদেশে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়নের যৌক্তিকতা

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার পানিতে ডুবাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের উপর বেশি প্রভাব ফেলে। গবেষণায় প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের মত দেশে ও পানিতে ডুবা প্রতিরোধযোগ্য।পানিতে ডুবা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও সঠিক তথ্য উপাত্ত না থাকায় অতীতে এ ব্যাপারে জাতীয় কৌশল তৈরির কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশ সরকার ২০৩৫ সালের মধ্যে অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুদের পানিতে ডুবা নির্মূল করতে আগ্রহী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার "Global Report on Drowning-Preventing a Leading Killer 2014" -এ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে দশটি কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমসমূহে উল্লেখিত সুপারিশমালার মধ্যে একটি সুপারিশ হচ্ছে, প্রতিটি দেশকে তার উপযোগী "জাতীয় পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা" প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া, ২০২১ সালের ২৮ এপ্রিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদেও সম্মেলনে ২৫ জুলাইকে "বিশ্ব পানিতে ডুবা প্রতিরোধ দিবস" হিসেবে ঘোষণা করা হয় যেখানে পানিতে ডুবা প্রতিরোধকল্পে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে জাতীয় নীতিকৌশল প্রণয়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম এবং শ্রীলংকাসহ অনেক দেশ জাতীয় পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন দেশে পানিতে ডুবার কারণসমূহও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সেহেতু কোনো একটি প্রতিরোধ পরিকল্পনা বিশ্বের সব দেশের জন্য উপযোগী হবে, এমন নয়। প্রত্যেক দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করা আবশ্যক। সুতরাং পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধে বাংলাদেশের উপযোগী কৌশল তৈরি করাও অত্যন্ত জরুরী।

৩.২ কর্মকৌশল প্রণয়নের পদ্ধতি

- ২০১৬ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (NCDC)প্রোগ্রাম একটি খসড়া 'পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কর্মকৌশল 'প্রণয়নের জন্য নিপসম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং সিআইপিআরবি-এর জনস্বাস্থ্য এবং পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে।

উক্ত কমিটি নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করেছে

- পানিতে ডুবা সম্পর্কিত নথি এবং বৈজ্ঞানিক নিবন্ধসমূহ পর্যালোচনা
- কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ গবেষণা এলাকা পরিদর্শন
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর এনসিডিসি প্রোগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত একটি কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা
- পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কর্মকৌশলের খসড়া তৈরি করেছে এবংস্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর এনসিডিসি প্রোগ্রামের লাইন ডাইরেক্টর-এর নিকট জমা দিয়েছে

- ২০১৭ সালের মার্চ মাসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর এনসিডিসি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য পরিষেবা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীগণের মতামত গ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। পরামর্শগুলো অন্তর্ভুক্ত করার পর খসড়া কর্মকৌশলটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিলো।
- ২০১৮ সালে খসড়া কর্মকৌশলটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানের মতামত নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।
- সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ এবং মন্তব্যেও ভিত্তিতে খসড়া কর্মকৌশলটি সংশোধন করা হয়েছিল এবং ২০১৯ সালের মার্চ মাসে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল।
- কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে খসড়া কর্মকৌশলটির চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াটি স্থগিত করা হয়েছিল। ২০১৬ সাল থেকে পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধে বিশ্বব্যাপী গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করে ২০২১ সালের আগস্ট মাসে এনসিডিসি প্রোগ্রামের লাইন ডাইরেক্টর কর্মকৌশলটি হালনাগাদ করার জন্য একটি নতুন কমিটি গঠন করেন।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২ সালের মার্চ এবং মে মাসে খসড়া কর্মকৌশলটি হালনাগাদ করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততায় দু'টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল।
- খসড়া কর্মকৌশলটি সম্পর্কে মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
- প্রাপ্ত মন্তব্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার পর খসড়া কর্মকৌশলটিঅনুমোদনের জন্য ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল।
- চূড়ান্ত অনুমোদিত কর্মকৌশলটি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, নীতি নির্ধারক, প্রকল্প পরিকল্পনাকারী, বাস্তবায়নকারী, উন্নয়ন সহযোগী এবং বিশেষজ্ঞদের অবহিত করা হবে।

৩.৩ কর্মকৌশলের অভীষ্ট, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মূলনীতি

অভীষ্ট

পানিতে ডুবা মুক্ত বাংলাদেশ

লক্ষ্য

২০৩০ সালের মধ্যে পানিতে ডুবে মৃত্যুর হার শতকরা ৫০ ভাগ কমানো[১৯]

উদ্দেশ্য

পানিতে ডুবা প্রতিরোধে প্রণীত কর্মকৌশলের উদ্দেশ্যসমূহ

১. সমাজভিত্তিক সচেতনতামূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা করা
২. সংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা
৩. পানিতে ডুবা প্রতিরোধে গবেষণা ও সারভেইলান্সের কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা
৪. পানিতে ডুবা প্রতিরোধে মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা
৫. সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কর্মকৌশলের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

মূলনীতি

নিম্নলিখিত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে এই কর্মকৌশলটি তৈরি করা হয়েছে -

১. **সাম্য ও লক্ষ্যমাত্রা** (equitable targets): পানিতে ডুবা প্রতিরোধে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে তৃণমূল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের ঝুঁকি ও অভিগম্যতার ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন। বাস্তবভিত্তিক ও সময়নির্ভর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।
২. **সমন্বিত ও সংহত কার্যক্রম** (Coordinated and integrated): পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল প্রস্তুত এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহুখাতভিত্তিকঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।
৩. **প্রমাণ নির্ভর প্রতিরোধ ব্যবস্থা** (Evidence-based Preventive measures): বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রমাণ নির্ভর কর্মসূচীকে মাথায় রেখে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. **নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি** (Continually monitored): নীতিমালা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতির নিয়মিত পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩.৪ কর্মকৌশলের উদ্দেশ্যের আলোকে কৌশলগত পন্থা

পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কর্মকৌশলের উদ্দেশ্যসমূহের আলোকে কৌশলগত পন্থাভিত্তিক নিম্নলিখিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে-

৩.৪.১ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সমাজভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

১০ বছর এবং এর কম বয়সের শিশুদের জন্য

- পানিতে ডুবার ঝুঁকি এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে মাতা-পিতাকে সচেতন করা।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- জলাধারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিবন্ধক স্থাপন করা।
- প্রশিক্ষিত যত্নকারি দ্বারা ১ - অনুর্ধ্ব ৫ বছরের শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধান করা।
- ৬ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের শিশুদের জীবনরক্ষাকারী সাঁতার এবং উদ্ধার দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদান।

কিশোর-কিশোরী এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

- বন্ধুদের সাথে পানিতে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ এড়াতে সচেতন করা ।
- স্থানীয় জনগণকে পুকুর, নদী ও অন্যান্য জলাশয় এবং সমুদ্রের পানিতে ডুবার ঝুঁকি এবং প্রতিরোধ সম্পর্কে বিশেষ করে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস জাতীয়দুর্যোগের সময় সচেতন করা।
- জনসাধারণকে নিরাপদে উদ্ধার এবং সিপিআর অর্থাৎ বুকে চাপ মুখে শ্বাস (CPR - Cardiopulmonary Resuscitation) সহ প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩.৪.২ কার্যকর নীতিমালা ও আইনের প্রয়োগ

- নৌকা, জাহাজ এবং ফেরী চলাচল বিষয়ক নিরাপদ আইন নিশ্চিত করা।
- বন্যা এবং অন্যান্য পানি সম্পর্কিত দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সহায়তায় একটি কৌশল তৈরি করা।

৩.৪.৩ সারভেইলান্স ও গবেষণা পরিচালনা

- পানিতে ডুবা বিষয়ক নিয়মিত তথ্য সংগ্রহের জন্য সারভেইলান্স পদ্ধতি চালু করা।
- পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৩.৪.৪ পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি

- জরুরী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- জরুরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা।
- পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩.৪.৫ আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা (Inter-sectoral collaboration)

পানিতে ডুবা প্রতিরোধে প্রস্তাবিত কার্যাবলী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এককভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা শাখাসমূহের সহযোগিতা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পানিতে ডুবা প্রতিরোধের মূখ্য অংশীজন (Lead Agency) হিসেবে কাজ করবে এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সচিবালয় থাকবে। মূখ্য ও অন্যান্য সহযোগী অংশীজনদের সমন্বয়ে স্টিয়ারিং কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি প্রস্তাবনা আকারে এই নথিতে সংযুক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.৫ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কৌশলগত পন্থাভিত্তিক কার্যক্রম

৩.৫.১ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সমাজভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম/প্রকল্প	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ১.১: জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি করা	**জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** জনগোষ্ঠী, পিতা-মাতা, শিশু, কিশোর-কিশোরী, নৌযাত্রী, নৌযান কর্মী এবং মৎস্যজীবীদের সচেতনতা বৃদ্ধি।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নৌপুলিশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
	বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যক্রম: শিশুদের পানিতে ডুবা প্রতিরোধ বিষয়ে শিক্ষাদান।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ
কৌশলগত পন্থা ১.২: জলাধারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধক স্থাপন	**পরিবেশগত পরিবর্তন:** গভীর কূপ ঢেকে রাখা, দরজায় প্রতিবন্ধক স্থাপন এবং জলাধারে বেড়া দেওয়া।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
কৌশলগত পন্থা ১.৩: শিশুদের নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা করা	**দিবা যত্ন কেন্দ্র:** একজন প্রশিক্ষিত তত্ত্বাবধানকারীর তত্ত্বাবধানে ৪ মাস - ৬ বছর বয়সের শিশুদের নিরাপদে রাখার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিশু যত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম/প্রকল্প	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
	সমাজভিত্তিক শিশু যত্ন কেন্দ্র: একজন প্রশিক্ষিত তত্ত্বাবধানকারীর তত্ত্বাবধানে ১-৪ বছরের শিশুদের নিরাপদে রাখার জন্য সমাজভিত্তিকশিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের যত্ন ও বিকাশ এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
কৌশলগত পন্থা ১.৪: বিদ্যালয়গামী শিশুদের (৬ এবং তদুর্ধ্ব বয়সের) জীবন রক্ষাকারী সাঁতার, পানিতে নিরাপত্তা এবং উদ্ধার দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান	**বিদ্যালয়গামী শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ:** বিদ্যালয়গামী ৫ এবং তদুর্ধ্ব বয়সের শিশুদের সাঁতার ও উদ্ধার দক্ষতা কৌশল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা ও শেখানোর ব্যবস্থা করা।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
কৌশলগত পন্থা ১.৫: জনসাধারণকে সিপিআর অর্থাৎ 'বুকে চাপ ও মুখে শ্বাস' দেওয়ার বিষয়ে সচেতন করাসহ প্রাথমিক চিকিৎসায় দক্ষ করে তোলা	**বুকে চাপ মুখে শ্বাসসহ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ:** জনগণকে এই কৌশল বিষয়ে সচেতন করা এবং সিপিআর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সুরক্ষা বিভাগ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
কৌশলগত পন্থা ১.৬: সমুদ্র সৈকতে এবং পানিকেন্দ্রিক বিনোদন ও পর্যটন স্থানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা	**লাইফগার্ড সেবা:** পানিকেন্দ্রিক বিনোদন ও পর্যটনের স্থান যেমন সমুদ্র সৈকত, সুইমিং পুল, ঝরনা, লেক, হাওর ইত্যাদি জায়গায় লাইফগার্ডের ব্যবস্থা করা।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি, বাংলাদেশ টুরিস্ট পুলিশ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

৩.৫.২ কার্যকর নীতিমালা ও আইনের প্রয়োগ

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম/ প্রকল্প	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ২.১: নিরাপদে নৌকা, জাহাজ, ফেরী এবং মাছ ধরার নৌকা চলাচলের নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ অথবা প্রয়োজনীয় সংশোধন	**বর্তমান আইনের প্রয়োগ:** লঞ্চ, ফেরী, জাহাজ এবং মাছ ধরার নৌকার জন্য আইন ও নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগের জন্য তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা জোরদার করা। প্রয়োজনীয় কর্মশালার মাধ্যমে আইন ও নীতিমালার পরিবর্তন চিহ্নিত করে সংশোধন করা।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর	অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নৌপুলিশ, শ্রম মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড
কৌশলগত পন্থা ২.২: বন্যা ও পানি সংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা	**সমন্বিত দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি:** বন্যা এবং অন্যান্য পানি সংক্রান্ত দুর্যোগে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জনসচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক মহড়ার আয়োজন করা। দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতিমূলক অগ্রিম সতর্কবার্তা প্রচারের ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করা।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আবহাওয়া অধিদপ্তর, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স

৩.৫.৩ সারভেইলান্স এবং গবেষণা পরিচালনা

কৌশলগত পন্থা	প্রস্তাবিত কার্যক্রম/ প্রকল্প	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ৩.১: পানিতে ডুবে মৃত্যুর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি সারভেইলান্স পদ্ধতি গঠন	কমিউনিটিসহ সকল উৎসসমূহ থেকে পানিতে ডুবে মৃত্যুর তথ্য পাওয়ার জন্য বর্তমান তথ্য পদ্ধতি ব্যবস্থাপনাকে (MIS) শক্তিশালী করা।	স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর
কৌশলগত পন্থা ৩.২: পানিতে ডুবা প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংযোজনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা	পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর পন্থা চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহকে গবেষণা কাজে সহায়তা করা।	স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

৩.৫.৪ সক্ষমতা বৃদ্ধি

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম/ প্রকল্প	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ৪.১: পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে সেবাদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি	প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
কৌশলগত পন্থা ৪.২: পানিতে ডুবা প্রতিরোধ বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ বিষয়ে গবেষণার জন্য গবেষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

৩.৫.৫ আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা (Inter-sectoral collaboration)

কৌশলগত পন্থা	প্রস্তাবিত কার্যক্রম/ প্রকল্প	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ৫.১: আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অংশীজন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা, অংশীজনদের কার্যাবলী চিহ্নিত করে দায়িত্ব বন্টন করা।	স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

৩.৬ পানিতে ডুবা প্রতিরোধের কর্মপরিকল্পনা (জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০)

৩.৬.১ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সমাজভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম	করণীয়	কার্যকাল	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ১.১: জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি	কার্যক্রম ১: পানিতে ডুবা প্রতিরোধে অঙ্গীকার ও প্রেরণা বৃদ্ধিতে নিম্নের উল্লেখিত অংশগ্রহণকারীদের যুক্ত করা- - সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সদস্যবৃন্দ - রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ - সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ - বৃহত্তর জনসাধারণ এবং - বিশেষ করে গ্রামীণ জনসাধারণ	- পানিতে ডুবার ঝুঁকি ও প্রতিরোধ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কর্মকৌশল প্রণয়ন - প্রচারপত্র তৈরি - জাতীয়ভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে সভা আয়োজন করা - জাতীয় পর্যায়ে "বিশ্ব পানিতে ডুবা প্রতিরোধ দিবস" উদ্‌যাপন - স্থানীয়ভাবে কর্মশালা পরিচালনা করা - অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ২০১৮-২৫ এর আলোকে বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন করা - স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করা - বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য প্রচার করা	জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০	স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নৌপুলিশ, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
	কার্যক্রম ২: পানিতে ডুবা প্রতিরোধে আচরণগত পরিবর্তন এবং নিরাপদ অনুশীলনের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া - গণমাধ্যমে প্রচার - কর্মশালা, সেমিনার, দলীয় আলোচনা - পারস্পরিক যোগাযোগ - শ্রেণীকক্ষে পাঠদান	- পানিতে ডুবার ঝুঁকি ও প্রতিরোধ বার্তা এবং সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের জন্য উপকরণ তৈরি করা		স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম	করণীয়	কার্যকাল	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ১.২: জলাধারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিবন্ধক স্থাপন	কার্যক্রম ১: পানিতে ডুবার ঝুঁকি কমাতে স্থানীয় জনসাধারণকে পরিবেশের পরিবর্তন, যেমন, জলাধারে বেড়া দেওয়া, কূপ ঢেকে রাখা, দরজায় প্রতিবন্ধক স্থাপন বিষয়ে সচেতন করা	- জলাধারে বেড়া দেওয়া, কূপ ঢেকে রাখা এবং দরজায় প্রতিবন্ধক স্থাপন সম্পর্কিত বার্তা তৈরি ও প্রচার করা	জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
	কার্যক্রম ২: পরিবেশের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধক স্থাপন করে জলাধারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা	- জলাধারে বেড়া দেওয়া ও কূপ ঢেকে রাখা।		স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর
কৌশলগত পন্থা ১.৩: শিশুদের নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা	কার্যক্রম ১: ৪ মাস - ৬ বছর বয়সের শিশুদের তত্ত্বাবধানে রাখা	- শহর অঞ্চলে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা - শিশুযত্নকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া - নিরীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা স্থাপন করা	জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
	কার্যক্রম ২: সমাজভিত্তিক শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা: একজন প্রশিক্ষিত তত্ত্বাবধানকারীর তত্ত্বাবধানে ১-৪ বছরের শিশুদের নিরাপদে রাখার জন্য সমাজভিত্তিক শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের যত্ন ও বিকাশ এবং সাঁতার সুবিধা প্রদান প্রকল্প বাস্তবায়ন করা	- গ্রাম অঞ্চলে শিশু যত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা - শিশুযত্নকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া - নিরীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা স্থাপন করা			

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম	করণীয়	কার্যকাল	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ১.৪: বিদ্যালয়গামী (৫ বছর ও তদুর্ধ্ব) শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার, পানিতে নিরাপত্তা এবং উদ্ধার দক্ষতা প্রশিক্ষণ	কার্যক্রম ১ : বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য সাঁতার, পানি নিরাপত্তা এবং নিরাপদ উদ্ধারে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা	- কম খরচে সীমিত সম্পদের ব্যবহারে সাঁতার, পানিতে নিরাপত্তা ও উদ্ধারের কৌশল প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করা - প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা তৈরি করা - প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা - প্রশিক্ষণের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদানে একটি কৌশল পরিকল্পনা করা - সাঁতার প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় কাঠামো নির্মাণ - শিশুদের সাঁতার ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ আয়োজন	জুলাই ২০২৫ -জুন ২০৩০	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
কৌশলগত পন্থা ১.৫: জনসাধারণের প্রাথমিক চিকিৎসাসহ সিপিআর/বুকে চাপ মুখে শ্বাস দেওয়ার দক্ষতাপ্রশিক্ষণ প্রদান	কার্যক্রম ১: নিম্নোক্ত অংশীজনদের জন্যপ্রাথমিক চিকিৎসা (বুকে চাপ মুখে শ্বাসসহ) প্রশিক্ষণ আয়োজন করা - - কমিউনিটি ক্লিনিক - বিদ্যালয়ের শিশু - স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক - নৌযান কর্মী - পুলিশ সদস্য/আনসার/ চৌকিদার	- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে যুক্ত করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণের জন্য কৌশল পরিকল্পনা তৈরি করা - প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা তৈরি করা - প্রশিক্ষকের ও নির্দেশকের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা -বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা প্রদানে একটি কৌশল পরিকল্পনা করা - প্রশিক্ষণের আয়োজন করা - প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পর একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নিয়মাবলী তৈরি করা	জুলাই ২০২৫- জুন ২০৩০	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, সুরক্ষা বিভাগ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ স্কাউটস, গার্লস গাইড, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম	করণীয়	কার্যকাল	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ১.৬: সমুদ্র সৈকতে ও পানিকেন্দ্রিক বিনোদন ও পর্যটন স্থানে নিরাপত্তা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি	কার্যক্রম ১: সৈকতে ও পানিকেন্দ্রিক বিনোদন ও পর্যটনের স্থানে (যেমন- সুইমিং পুল, প্রাকৃতিক ঝরনা, লেক, হাওর ইত্যাদি) জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করা	- সৈকতে ও পানির সাথে সম্পর্কিত বিনোদনের স্থানগুলোতে জীবন রক্ষার জন্য লাইফগার্ড নিযুক্ত করা - লাইফগার্ডের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা - পানিতে ডুবার ঝুঁকি ও প্রতিরোধ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষকদের নির্দেশিকা তৈরি করা - প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা - বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পর্যালোচনা ও নির্দেশনার জন্য কৌশল পরিকল্পনা করা - প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করা	জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
	কার্যক্রম ২: সৈকতে এবং পানিকেন্দ্রিক বিনোদন ও পর্যটনের স্থানে পর্যটকদের সচেতন করা	- সৈকতে ও পানিকেন্দ্রিক বিনোদন ও পর্যটনের স্থানে সচেতনতার জন্য সহায়িকা/ লিফলেট তৈরি করা - পর্যটকদেরকে পানিতে নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য প্রদান ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা - প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা - বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পর্যালোচনা ও নির্দেশনার জন্য কৌশল পরিকল্পনা করা - প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন	জুলাই ২০২৫ -জুন ২০৩০	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

৩.৬.২ কার্যকর নীতিমালা ও আইনের প্রয়োগ

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম	করণীয়	কার্যকাল	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ২.১: নিরাপদ নৌকা, জাহাজ ও ফেরী চলাচলের নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ অথবা প্রয়োজনীয় সংশোধন	কার্যক্রম ১: নীতিমালা মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্টদের উৎসাহিত করা এবং এর কার্যকর প্রয়োগের জন্য তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা জোরদার করা, নৌযানের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন/পরিমার্জন/ সংশোধন করা, নৌযানের মান নিশ্চিত করা এবং পানিতে ডুবা প্রতিরোধে অন্যান্য আইন মেনে চলার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।	- বিদ্যমান আইন/বিধিমালা পর্যালোচনা করা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রণয়ন/পরিমার্জন/সংশোধন করা - আইন প্রয়োগ করা (জরিমানা, বাতিল ঘোষণা) - বহুপক্ষীয় নির্দেশনামূলক আলোচনা করা - পানিতে ডুবার ঝুঁকি ও প্রতিরোধ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা	জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর	শ্রম মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, নৌ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়
	কার্যক্রম ২: প্রয়োজনবোধে বিদ্যমান আইন/বিধিমালা সংশোধন করা সংশোধনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা- - নৌযানের অবস্থা - নৌযানে অবস্থানকারী যাত্রীদের ভেসে থাকার উপকরণের প্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতা - নৌযানের চালক ও কর্মীদেরকর্মদক্ষতা - নৌযানের ধারণক্ষমতা - নৌপথ -আবহাওয়ার অবস্থা				

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম	করণীয়	কার্যকাল	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ২.২: বন্যা ও অন্যান্য পানি সংক্রান্ত দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা	কার্যক্রম ১: দুর্যোগকালীন পূর্বপ্রস্তুতি এবং পরবর্তীতে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ পরিকল্পনা সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা	পানি সংক্রান্ত দুর্যোগকালীন পূর্বপ্রস্তুতি এবং পরবর্তীতে পানিতে ডুবা প্রতিরোধ পরিকল্পনার নির্দেশিকা তৈরি করা - পানিতে ডুবা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ম্যানুয়াল তৈরি করা - প্রশিক্ষণের আয়োজন করা	জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
	কার্যক্রম ২: পরিবার ও কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি পরিকল্পনার ওপরপ্রশিক্ষণ দেওয়া				
	কার্যক্রম ৩: পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা	সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বয়ে পূর্ব সতর্কতা প্রণয়ণন এবং জনসাধারনের মাঝে প্রচারের জন্য কৌশল নির্ণয়কপূর্বক বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।	জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, আবহাওয়া অধিদপ্তর

৩.৬.৩ সারভেইলান্স ও গবেষণা পরিচালনা

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম	করণীয়	কার্যকাল	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ৩.১: পানিতে ডুবার সারভেইলান্সপদ্ধতি প্রবর্তন	কার্যক্রম ১: নিয়মিত পানিতে ডুবার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বর্তমান তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালী করা	- কর্মকৌশল প্রণয়ন করা - পানিতে ডুবে মৃত্যুর তথ্যের উৎস পর্যালোচনা করা - তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাথে বিভিন্ন উৎসের সংযোগ স্থাপন করা - তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত পানিতে ডুবে মৃত্যুর তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা	জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, কোস্টগার্ড, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
কৌশলগত পন্থা ৩.২: পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কার্যক্রমের প্রমাণ তৈরির জন্য গবেষণা পরিচালনা করা	কার্যক্রম ১: পানিতে ডুবা প্রতিরোধে কার্যকর কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য গবেষণা কাজে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ সরকারি সংস্থা সমূহের সহায়তা প্রদান করা	- গবেষণাযোগ্য সম্ভাব্য কার্যক্রম শনাক্ত করা - গবেষণা করা - গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার	জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৮	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, কারিগরি সহযোগী সরকারি, বেসরকারি, উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

৩.৬.৪ সক্ষমতাবৃদ্ধি

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম	করণীয়	কার্যকাল	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী
কৌশলগত পন্থা ৪.১: পানিতে ডুবা প্রতিরোধে সেবা প্রদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি	কার্যক্রম ১: পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কার্যক্রম দক্ষতার সাথে করার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপক, স্বাস্থ্য সেবাদানকারী, মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করা	- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের কৌশল প্রণয়ন করা - পানিতে ডুবার ঝুঁকি ও প্রতিরোধ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরি করা - প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা - কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা	জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর
কৌশলগত পন্থা ৪.২: পানিতে ডুবা প্রতিরোধে গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	কার্যক্রম ১: পানিতে ডুবা প্রতিরোধে গবেষণার জন্য গবেষকগণের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি	- গবেষণা প্রশিক্ষণের জন্য একটি কর্মকৌশল পরিকল্পনা গঠন করা - প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা তৈরি করা -প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা	জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	উন্নয়ন ও কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

৩.৬.৫ আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা (Inter-sectoral collaboration)

কৌশলগত পন্থা	কার্যক্রম	করণীয়	কার্যকাল	মূখ্য অংশীজন	সহযোগী অংশীজন
কৌশলগত পন্থা ৫.১: আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা	কার্যক্রম ১: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অংশীজন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা, অংশীজনদের কার্যাবলী চিহ্নিত করে দায়িত্ব বন্টন করা।	- স্টিয়ারিং কমিটির গঠন, কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করে ম্যানুয়াল তৈরি করা। - কার্যক্রমসমূহকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো (monitoring and evaluation framework) তৈরি করা। এই কাঠামোতে প্রত্যেক অংশীজনদের লক্ষ্যমাত্রা ও সময় সুনির্দিষ্ট করে বার্ষিক পরিকল্পনা থাকতে হবে। - ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে সকল অংশীজনদের অবহিতকরণ	জানুয়ারি ২০২৫-জুন ২০৩০	স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তর, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় শ্রম মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, উন্নয়ন ওকারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

৩.৭ পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কর্মকৌশল বাস্তবায়নে অংশীজনদের কার্যপরিধি

	মূখ্য অংশীজন প্রতিষ্ঠান	সহযোগী অংশীজন প্রতিষ্ঠান	কার্যপরিধি
১.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১) সমাজভিত্তিক কার্যক্রমে কমিউনিটিতে, বিদ্যালয়ে, বিভিন্ন পরিবহনসহ জনসমাগম স্থানে জনসচেতনতা বৃদ্ধি; ২) রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস পুনরুদ্ধার/স্বাভাবিক করার পদ্ধতি (সিপিআর) অর্থাৎ 'বুকে চাপ ও মুখে শ্বাস' দেওয়াসহ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ; ৩) পানিতে ডুবে মৃত্যুর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি সারভেইলান্স পদ্ধতি ব্যবস্থাপনা; ৪) নির্ভরযোগ্য তথ্য সংযোজনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা; সেবাদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি; ৫) গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি; ৬) অংশীজনদের লক্ষ্যমাত্রা ও সময় সুনির্দিষ্ট করে বার্ষিক পরিকল্পনা এবং কার্যক্রমসূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো (monitoring and evaluation framework) তৈরি।
২.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ	পানিতে ডুবার ঝুঁকি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশগত পরিবর্তনের জন্য কাঠামো স্থাপন; পানিতে ডুবা প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংযোজনের জন্য গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা
৩.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	নৌ-পরিবহনে নিরাপদ ভ্রমণের জন্য আইন/বিধিমালার কার্যকর প্রয়োগ ও জোরদার তত্ত্বাবধান, জনসচেতনতা বৃদ্ধি
৪.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি, কক্সবাজার	পানিকেন্দ্রিক বিনোদন ও পর্যটন স্থানে নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধি
৫.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ স্কাউটস, গার্লস গাইড	সাঁতার ও উদ্ধার কৌশল প্রশিক্ষণসহ শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি
৬.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জাতীয় মহিলা সংস্থা	সমাজভিত্তিক শিশুযত্ন কেন্দ্র ও দিবাযত্ন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, শিশু বিকাশ ও সুরক্ষার অনুশীলন সম্পর্কে শিশু যত্ন কেন্দ্রে অভিভাবকদেরকে তথ্য প্রদান ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা,সাঁতার ও উদ্ধার কৌশল প্রশিক্ষণ প্রদান, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কিশোর-কিশোরী ক্লাবকে সম্পৃক্ত করা
৭.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজসেবা অধিদপ্তর	জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক শিশু যত্ন কেন্দ্রের বিস্তৃতি, প্রাথমিক চিকিৎসার দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের বিস্তৃতি, পানিতে ডুবার ঝুঁকি প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশগত পরিবর্তনের জন্য কাঠামো স্থাপনে সহায়তা প্রদান
৮.	শ্রম মন্ত্রণালয়	শ্রম পরিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালার কার্যকর প্রয়োগ তত্ত্বাবধান
৯.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আবহাওয়া অধিদপ্তর	জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জননিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগকালীন ও পূর্বপ্রস্তুতিতে অগ্রিম সতর্কীকরণ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক চিকিৎসা দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা

	মূখ্য অংশীজন প্রতিষ্ঠান	সহযোগী অংশীজন প্রতিষ্ঠান	কার্যপরিধি
১০.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সিপিপি	দুর্যোগকালীন, পূর্বপ্রস্তুতি এবং পরবর্তীতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন
১১.	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ অধিদপ্তর	দুর্যোগকালীন, পূর্বপ্রস্তুতি এবং পরবর্তীতে জনসচেতনতা বার্তা প্রচার, নিয়মিত পানিতে ডুবার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বর্তমান তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালীকরণ
১২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন	সাঁতার ও উদ্ধার কৌশল প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি
১৩	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়		আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় সংশোধন
১৪.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়		আন্ত:বিভাগীয় সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য সকল সরকারি অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়করণ
১৫.	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি		জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক চিকিৎসা দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা
১৬	কারিগরি সহযোগী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ	জনসচেতনতা, পানিতে ডুবা প্রতিরোধ কৌশলের বিস্তৃতি, গবেষণা পরিচালনাসহ সকল কর্মকৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান
১৭.	উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান	ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিজ, রয়্যাল ন্যাশনাল লাইফবোট ইনস্টিটিউশন ইত্যাদি	কর্মকৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহায়তা প্রদান

৩.৮ পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশলের লক্ষ্যমাত্রা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে সরকারের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল কমিউনিটি পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হবে। ২০৩৫ সালের মধ্যে পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধকল্পে, অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য অপারেশনাল প্লান বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত ছকে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

বিষয়	পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশলের লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জেলার অন্তর্ভুক্তি	৫০% জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন
৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জীবন রক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদান	৮০% শিশুর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
১ম - ৮ম শ্রেণির ছেলে- মেয়েদের পানিতে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৭০% ছেলে-মেয়েদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
জনসাধারণকে প্রাথমিক পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	৫% অংশগ্রহণকারীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
পানিতে ডুবা প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি	৮০% জনগণকে অবহিতকরণ সম্পন্ন

উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে যেখানে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য এসকল কর্মকৌশল বাস্তবায়নের সময়সীমা তিনটি সুনির্দিষ্ট ধাপে বিভক্ত করা হয়েছে।

১ম ধাপ আগস্ট ২০২২ - মে ২০২৫

২য় ধাপ জুন ২০২৫ - মে ২০২৮। প্রস্তাবিত কৌশলের ভিত্তিতে প্রথম ধাপের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ২য় ধাপের লক্ষ্যমাত্রা পুন:নির্ধারণ করা হবে।

৩য় ধাপ জুন ২০২৮ - ডিসেম্বর ২০৩০। পর্যায়ক্রমে ২য় ধাপের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ৩য় ও চূড়ান্ত ধাপের

৩.৯ পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে বহুখাতভিত্তিক মূখ্য ও অন্যান্য সহযোগী অংশীজনদের সম্পৃক্ততায় প্রস্তাবিত সমন্বয় কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি

জাতীয় সমন্বয় কমিটি

কমিটির গঠন

সভাপতি: সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সদস্য সচিব: অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
যুগ্ম সদস্য সচিব: ১। যুগ্ম সচিব (জনস্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। লাইন ডাইরেক্টর, এনসিডিসি

সদস্যবৃন্দ

১. প্রতিনিধি, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
২. প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
৩. অতিরিক্ত সচিব, জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪. প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
৫. প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
৬. প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
৭. প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
৮. প্রতিনিধি, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
৯. প্রতিনিধি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১০. প্রতিনিধি, খাদ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১১. প্রতিনিধি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১২. প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১৩. প্রতিনিধি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১৪. প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১৫. প্রতিনিধি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১৬. প্রতিনিধি, তথ্য মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১৭. প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১৮. প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
১৯. প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
২০. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা উপযুক্ত প্রতিনিধি
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)
২২. প্রতিনিধি, আইন ও বিচারবিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
২৩. প্রতিনিধি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
২৪. প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয় (যুগ্ম সচিবের নিচে নয়)
২৫. প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিবের নিচে নয়)
২৬. প্রতিনিধি, বেসরকারী সংস্থা (২ জন) (সদস্য সচিব কর্তৃক মনোনীত)
২৭. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২৮. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২৯. প্রতিনিধি, এনজিও/আইএনজিও (সদস্য সচিব কর্তৃক মনোনীত)
৩০. প্রতিনিধি, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (২ জন) (সদস্য সচিব কর্তৃক মনোনীত)
৩১. প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মী সংগঠন/প্রতিষ্ঠান (২ জন) (সদস্য সচিব কর্তৃক মনোনীত)
৩২. প্রতিনিধি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (সদস্য সচিব কর্তৃক মনোনীত)
৩৩. কান্ট্রি প্রতিনিধি, WHO/UNICEF

কার্যপরিধি

১. কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নেতৃত্ব এবং পরামর্শ প্রদান।
২. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দায়িত্ব বন্টন
৩. মতবিনিময় ও নীতিনির্ধারণের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করা।
৪. কার্যক্রমকে মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট খাতকে জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সহযোগিতার সমন্বয় করা।
৫. কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতির তথ্য নিয়ে ছয় মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠান।
৬. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।
৭. বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা প্রদান এবং প্রচার করা।
৮. সরকারি প্রতিশ্রুতিগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করা এবং প্রচার করা।

জাতীয় সমন্বয় কমিটি সচিবালয়

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের দপ্তরটি পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় সমন্বয় কমিটিরসচিবালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পানিতে ডুবা প্রতিরোধে বহুখাতমুখী জাতীয় সমন্বয় কমিটি ও কার্যসির্বাহী উপদলের সকল দায়িত্ব সমন্বয় করার জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতাসহ পূর্ণকালীন নিবেদিত কর্মী এই দপ্তরে নিয়োগ দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বিভাগীয় সমন্বয় কমিটি

কমিটির গঠন

সভাপতি: বিভাগীয় কমিশনার
সদস্য সচিব: বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য

সদস্যবৃন্দ

১. পুলিশের উপ-মহা পরিদর্শক
২. বিভাগের সকল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষগণ
৩. বিভাগের সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকগণ
৪. বিভাগীয় শহরস্থ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
৫. বিভাগীয় পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা
৬. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
৭. পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৯. সিভিল সার্জন (সকল)
১০. উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা
১১. উপ-পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস
১২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সদস্য-সচিব
১৩. উপ-পরিচালক, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
১৪. সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান

কার্যপরিধি

১. বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন ও তদানুযায়ী নির্দেশনা প্রদান।
২. কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই করার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।
৩. কর্মশালা/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা তৈরি।
৪. জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন অংশীদার, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
৫. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ষান্মাসিক প্রতিবেদনজাতীয় সমন্বয় কমিটি সচিবালয়ে প্রেরণ।
৬. বছরে কমপক্ষে দুইবার নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান।
৭. কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

জেলা সমন্বয় কমিটি

কমিটির গঠন

সভাপতি: জেলা প্রশাসক
সদস্য সচিব: সিভিল সার্জন

সদস্যবৃন্দ

১. পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট
২. জেলা শহরস্থ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মাননীয় মেয়রের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
৩. উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা
৪. উপাধ্যক্ষ, মেডিকেল কলেজ
৫. উপ-পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৬. সুপারিন্টেনডেন্ট, জেলা সদর হাসপাতাল
৭. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
৮. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
৯. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
১০. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১১. উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৪. জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা
১৫. জেলা তথ্য কর্মকর্তা
১৬. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল)
১৭. উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা
১৮. জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকতা
১৯. সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান

কার্যপরিধি

১. জেলা পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ন ও তদানুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করা।
২. কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রমের বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই করার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।
৩. কর্মশালা/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা তৈরি।
৪. জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন অংশীদার, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
৫. কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিটি ওজাতীয় সমন্বয় কমিটি সচিবালয়ে প্রেরণ।
৬. বছরে কমপক্ষে চারবার নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান।
৭. কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

উপজেলা সমন্বয় কমিটি

কমিটির গঠন

কমিটির গঠন

সভাপতি: উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্য সচিব: উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা

সদস্যবৃন্দ

১. অফিসার ইনচার্জ, সংশ্লিষ্ট থানা
২. উপজেলা শিক্ষা অফিসার
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
৪. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন (বিআরডিবি) কর্মকর্তা
৫. উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা
৬. উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা
৭. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
৮. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
৯. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১০. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)

কার্যপরিধি

১. উপজেলা পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও তদানুযায়ী নির্দেশনা প্রদান।
২. কর্মপরিকল্পনায় বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অবস্থা যাচাই করার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন।
৩. কর্মশালা/প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের সক্ষমতা তৈরি।
৪. জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন অংশীদার, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
৫. দুইমাস পরপর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবেদন জেলা কমিটি ও জাতীয় সমন্বয় কমিটি সচিবালয়ে প্রেরণ।।
৬. বছরে কমপক্ষে ছয়বার নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান।
৭. কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

তথ্যসূত্র

১ World Congress on Drowning (2002). Amsterdam, Netherlands – Handbook on Drowning (Springer 2006) edited by Joost Bierens

২ https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drowning

৩ Rahman et. al (2005). Bangladesh Health and Injury Survey – Report on children, Dhaka, DGHS, ICMH, UNICEF, TASC.

৪ Rahman et. Al (2016). Bangladesh Health and Injury Survey – Summary Report, Dhaka, DGHS, CIPRB

৫ Bangladesh Demographic and Health Survey, 2017-18

৬ www.un.org/sustainabledevelopment/ accessed on 18 Mar 2019

৭ Rahman A et al. Analysis of the childhood fatal drowning situation in Bangladesh: exploring prevention measures for low-income countries. Injury Prevention. 2009; 15:75-79

৮ The World Bank. (2007). People's Republic of Bangladesh Revival of Inland Water Transport: Options and Strategies: Bangladesh Development Series Paper No. 20, World Bank Office, Dhaka. http://siteresources.worldbank.org/INTBANGLADESH/Resources/BDS20.pdf accessed on 9 Dec 2015

৯ http://unb.com.bd/print/launch-fatalities accessed on 18 Mar 2019

১০ DoF. 2005. Fishery Statistical Yearbook of Bangladesh 2003–2004. Fisheries Resources Survey System, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Matshya Bhaban, Dhaka, 46 pp.

১১ Shah, M.S. 2003. Human resource development activities in fisheries sector. In: Fish Fortnight Compendium 2003. Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Bangladesh. Dhaka, Bangladesh. 57–59 pp.

১২ DoF. 2003. Brief on Department of Fisheries Bangladesh. Department of Fisheries, Ministry of Fisheries and Livestock, Dhaka, Bangladesh.

১৩ Rahman F, Bose S, Linnan M, Rahman A, Mashreky SR, Haaland B, Finkelstein E. Cost-Effectiveness of an Injury and Drowning Prevention Program in Bangladesh . PEDIATRICS 11/2012; 130(6). DOI:10.1542/peds.2012-0757

১৪ Szpilman D, Soares M. In-water resuscitation – is it worthwhile? Resuscitation. 2004; 63(1): 25-31

১৫ Bierens J, Warner DS. Drowning resuscitation requires another state of mind. 2013; 84(11): 1467-69

১৬ Rahman A, Mecrow TS, Mashreky SR, Rahman AKMF, Nusrat N, Khanam M, Scarr J, Linnan M. Feasibility of a first responder programme in rural Bangladesh. Resuscitation 05/2014; 85(8). DOI:10.1016/j.resuscitation.

১৭ Khanam M, Rahman A, Beerman S, Scarr J, Linnan M and Rahman AKMF. Feasibility of teaching first response to children below 10 years of age in rural Bangladesh. Trauma and Emergency Care, (2019) 4: 2-4; doi: 10.15761/TEC.1000179

১৮ https://www.who.int/publications/i/item/9789240046726 (accessed on June 1, 2022)

১৯ ভিত্তি বছর ২০১৬ বিএইচআইএস (বাংলাদেশ হেলথ্অ্যান্ড ইনজুরি সার্ভে)।

সংযুক্তি

পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার অনুমোদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
বিশ্বস্বাস্থ্য-২ শাখা
www.hsd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৫.০০.০০০০.১৬৯.২২.০১৫.২৪-৩০১

তারিখ: ০১ শ্রাবণ ১৪৩২ / ১৬ জুলাই ২০২৫

বিষয়: পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা এর প্রশাসনিক অনুমোদন।

সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নন কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের ৫১৬ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে, গত ০৯ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সিদ্ধান্ত, পূর্বাপর সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রিভিউ কমিটির মতামতের আলোকে পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (২০২৫-২০৩০) এর প্রশাসনিক অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো। এতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

16/07/2025

(মো. মহিউদ্দিন আল হেলাল)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০২৫৫
wh2@hsd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২. সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩. সিনিয়র সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
৫. সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৬. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৮. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৯. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
১০. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
১১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
১২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স
১৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (পানিতে ডুবা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৬. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১৭. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
১৯. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

অনুলিপি/কার্যার্থে:

১. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১. লাইন ডাইরেক্টর, নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (বই আকারে বিতরণ ও সংরক্ষণের অনুরোধসহ)
২. ডাইরেক্টর, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৩. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৪. অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

অবদানকারীদের তালিকা

১	**প্রফেসর এম এ ফয়েজ** অধ্যাপক, মেডিসিন (অব), প্রাক্তন মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২	**তানজিনা ইসলাম** উপসচিব, শিশু ও সমন্বয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	**রিসাত আল ওয়াসিফ** উপসচিব, পরিকল্পনা শাখা স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪	**মোহাম্মদ সাইফুল হাসান** উপসচিব (পরিকল্পনা ও গবেষণা) বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড
৫	**কিসমত জাহান ফেরদৌসি** উপসচিব মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬	**অধ্যাপক ড. এ কে এম ফজলুর রহমান** নির্বাহী পরিচালক সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ
৭	**মোঃ আকবর হোসেন** উপসচিব, ইউনিয়ন পরিষদ শাখা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৮	**মোঃ মহিউদ্দিন আল হেলাল** সিনিয়র সহকারী সচিব, বিশ্বস্বাস্থ্য-২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯	**লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম জুলফিকার রহমান** পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
১০	**ডাঃ নুসায়ের চৌধুরী** ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার-৫, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১১	**ড. আমিনুর রহমান** উপনির্বাহী পরিচালক সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ
১২	**ডাঃ মোঃ সাইখুল ইসলাম হেলাল** সিনিয়ার অ্যাডভাইজার, সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ
১৩	**মোঃ সাফকাত হোসাইন** সোশ্যাল রিসার্চার, সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ
১৪	**জুলিয়েট রোজেটি** গবেষণা, অধিপরামর্শ এবং সক্ষমতা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ